কালের কণ্ঠ

তারিখ 29 APR 2013
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

# বহু অভিযোগ উপাচার্যের বিরুদ্ধে

শরীফুল আলম সুমন ▷

নিয়োগ বাণিজ্য, স্বজনপ্রীতি, বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ তুলে নেওয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে রাজধানীর শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক মো. শাদাত উল্লার বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছ থেকে ৩০টি পদের অনুমোদন নিয়ে তিনি নিয়োগ দিয়েছেন ৭৫ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর এ নিয়েও রয়েছে অর্থ আদায়ের অভিযোগ। বেশ কয়েকটি পদে অযোগ্য নিকটাত্মীয়দের পুনর্বাসিত করেছেন তিনি। ব্যবহার করছেন একাধিক গাড়ি।

ইউজিসি সূত্র জানায়, উপাচার্যের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতে গত বছরের ডিসেম্বরে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোহাব্বত খানকে আহ্বায়ক, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক ফেরদৌস জামানকে সদস্য সচিব ও আরেক সদস্য অধ্যাপক ড. আবুল হাশেমকে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ১৩ এপ্রিল তাঁরা তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক শাদাত উল্লা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'তদন্ত কমিটিই ব্যাপারটা দেখছে। তাই আমি কোনো মন্তব্য করব না। আমার যা বলার তা তদন্ত কমিটিকে জানিয়েছি।' এরপর তিনি ফোন কেটে দেন।

তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব ফেরদৌস জামান বলেন, 'আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দিয়েছি। বেশ কিছু অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। পদের চেয়ে বেশি লোক নিয়োগ, যোগ্যতা শিথিল করে আত্মীয়স্বজনকে চাকরি দেওয়ার বিষয়ে সত্যতা মিলেছে। তবে যেভাবে অভিযোগ উঠেছিল অতটা দেখা যায়নি। তবে ইউজিসির যেহেতু ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা নেই, তাই আমরা কিছু সুপারিশ করেছি।'

**নিয়োগ বাণিজ্য :** গত বছরের ৫ জুন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ মোট ৩০টি পদে নিয়োগের অনুমতি চেয়ে ইউজিসিতে চিঠি দেন উপাচার্য অধ্যাপক মো. শাদাত উল্লা। ইউজিসি তা অনুমোদন করে। কিন্তু তিন ক্যাটাগরির ১৮ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৭৫ জনকে নিয়োগ দিয়েছেন তিনি। এতে ৯টি পদের বিপরীতে ২৯ জন শিক্ষক, দুটি পদের বিপরীতে ২৪ জন কর্মকর্তা এবং সাতটি পদের বিপরীতে ২২ কর্মচারীর চাকরি হয়। ফলে তাঁদের অনেকেরই এখন কোনো কাজ এমনকি বসার জায়গাও নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি বনায়ন বিভাগে একজন করে দুজন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নেওয়া হয়েছে আটজনকে। প্রাণরসায়ন ও কৃষি ব্যবসা বিভাগে দুজনের জায়গায় নেওয়া হয়েছে ছয়জন। ভেটেরিনারি অনুষদের ফার্মাকোলজি বিভাগ, কৃষি অনুষদের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে তিনজনের বদলে ছয়জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কৃষি প্রকৌশল, কৌলিতত্ত্ব ও কীটতত্ত্ব বিভাগে বিজ্ঞপ্তি না থাকলেও ছয়জন করে শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন। সার্জারি, ডেইরি ও পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগে একজন করে নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তিন শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিজ্ঞান এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি না দিলেও নতুন পাঁচজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ নেতাদের তদবিরে দুজন শিক্ষিকা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যোগ্য প্রার্থী থাকলেও কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগে স্নাতক সম্মান পাসের আগেই ফজলুল হক নামে এক শিক্ষার্থী নিয়োগ পেয়েছেন। এর জন্য তিনি ঘুষ দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া নিয়ম আছে কোনো স্বজন পরীক্ষায় অংশ নিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডে থাকতে পারবেন না। অথচ কীটতত্ত্ব বিভাগের একজন শিক্ষক নিয়োগের বোর্ডে ছিলেন ওই প্রার্থীর আপন চাচা ও উপাচার্যের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মিজানুর রহমান। কৌলিতত্ত্ব, কৃষি সম্প্রসারণ ও কীটতত্ত্ব বিভাগে উপাচার্যের পছন্দের তিন প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে কমানো হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা। উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ ৩ দশমিক ৫ থাকার নিয়ম থাকলেও তা কমিয়ে ৩ করা হয়েছে। অথচ কৌলিতত্ত্ব বিভাগে নিয়োগ বঞ্চিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পদকপ্রাপ্ত মেধাবী এক শিক্ষার্থী। জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'আমরা সবসময় নিয়মের সঙ্গেই থাকতে চাই। উপাচার্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘন করছেন। বিষয়টি ইউজিসি তদন্তও করেছে। আশা করব দ্রুতই যেন এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

**আত্মীয়স্বজন নিয়োগ :** বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের আত্মীয়স্বজনকে পুনর্বাসিত করেছেন উপাচার্য। তিনি শ্যালক চৌধুরী এম সাইফুল ইসলামকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং শ্যালকের স্ত্রীকে সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ দিয়েছেন। অথচ উপাচার্যের শ্যালকের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির অভিজ্ঞতা ছয় মাস। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকার পর তিনি চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় মাস পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে চাকরি করেন। কিন্তু তাঁর চাকরির বয়স ১৫ বছর তিন মাস ২৬ দিন ধরে তাঁকে পেনশন সুবিধাসহ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৪০ বছর। কিন্তু উপাচার্যের শ্যালকের স্ত্রীর বয়স ৪০ পার না হলেও তিনি নিয়োগ পেয়েছেন। উপাচার্য আপন ভাতিজাকে নিয়োগ দিয়েছেন শাখা কর্মকর্তা হিসেবে। এ ছাড়াও কোষাধ্যক্ষের দপ্তরসহ বিভিন্ন বিভাগে ঢালাওভাবে নিজের আত্মীয়স্বজনকে পুনর্বাসিত করেছেন তিনি। এখন উপাচার্য নিজের ছেলেকে কৃষি অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক করার চেষ্টায় আছেন। এর জন্য ওই বিভাগে নতুন একটি সহকারী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

**বরাদ্দের বেশি উত্তোলন :** উপাচার্য যা বরাদ্দ পান তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা তুলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগ সূত্রে জানা যায়, উপাচার্য আপ্যায়ন ও আনুষঙ্গিক খাতে দুই কোটি ৮৩ লাখ টাকা তুলেছেন। অথচ বরাদ্দ ছিল অনেক কম। তিন মাসে তিনি ৩৮ হাজার টাকা মুঠোফোনের বিল তুলেছেন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে উপাচার্য কার্যালয়ের আনুষঙ্গিক খরচের (কন্টিনজেন্সি বাজেট) জন্য বরাদ্দ ছিল আড়াই লাখ টাকা। কিন্তু তিনি তুলেছেন ছয় লাখ ২৫ হাজার টাকা। বাসভবন মেরামত ও সাজসজ্জাতেও তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

**গাড়ি ব্যবহারে অনিয়ম :** বর্তমানে উপাচার্য তিনটি গাড়ি ব্যবহার করেন। এর মধ্যে তিনি সাদা পাজেরো (ঢাকা মেট্রো-ঘ ১৩-৫৯৭১) গাড়িটি, তাঁর স্ত্রী ঢাকা মেট্রো চ-৫৩৭৫১৪ গাড়ি এবং অন্যটি তাঁর শ্যালক ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও উপাচার্যের বাসভবনে অতিরিক্ত জনবল খাটানোর অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বাসভবনে ১৫ জন কর্মচারীকে এক দিনে কাজ করানোরও অভিযোগ আছে।

## শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

- ৩০ পদের অনুমতি নিয়ে ৭৫ জন নিয়োগ
- অযোগ্য আত্মীয়স্বজনকে পুনর্বাসন
- বরাদ্দের কয়েক গুণ টাকা উত্তোলন
- ব্যবহার করছেন তিনটি গাড়ি
- ইউজিসির তদন্ত প্রতিবেদন জমা